RAB
BANGLADESH
বাংলাদেশ আমার অহংকার
১৯তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী
নিরাপত্তা রক্ষায় গণমানুষের আস্থায়
বিশেষ ক্রোড়পত্র
বাংলাদেশ আমার অহংকার

উনিশতম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী

র‍্যাব ফোর্সেস

রাষ্ট্রপতি
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ
বঙ্গভবন, ঢাকা।

বাণী

র‍্যাপিড অ্যাকশন ব্যাটালিয়ন এর ১৯তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষ্যে আমি বাহিনীর সকল সদস্যকে জানাই আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন।

প্রতিষ্ঠার পর থেকে পেশাদারিত্ব ও দক্ষতার সাথে র‍্যাব সাধারণ মানুষের জানমাল সুরক্ষা এবং আইনি পরিষেবা প্রদানে প্রশংসনীয় ভূমিকা পালন করে আসছে। আইন-শৃঙ্খলা রক্ষায় জনগণের আস্থা ও নির্ভরতার প্রতীক হিসাবে এ বাহিনী ইতোমধ্যে জনমনে সুদৃঢ় অবস্থান তৈরিতে সক্ষম হয়েছে। আমি বিভিন্ন সময়ে আইন-শৃঙ্খলা রক্ষায় আত্মোৎসর্গকারী বীর র‍্যাব সদস্যদের গভীর শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করছি।

সরকার ২০৪১ সালের মধ্যে একটি উন্নত-সমৃদ্ধ-স্মার্ট বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে 'রূপকল্প ২০৪১' ঘোষণা করেছে এবং এ লক্ষ্য অর্জনে নানামুখী দূরদর্শী উন্নয়ন পরিকল্পনা গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করছে। এ সকল উন্নয়ন পরিকল্পনার সুফল সাধারণ মানুষের দোরগোড়ায় পৌঁছে দেওয়ার অন্যতম পূর্বশর্ত হলো কার্যকর আইন-শৃঙ্খলা ও জননিরাপত্তা নিশ্চিত করা। বর্তমানে জঙ্গি, সন্ত্রাসী ও অন্যান্য অপরাধীরা আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহার করে অপরাধ করছে। এসব অপরাধ দমনে র‍্যাবকে প্রযুক্তিগত দক্ষতা অর্জন করতে হবে। দেশব্যাপী মাদকের বিরুদ্ধে অভিযান পরিচালনা, চিহ্নিত সন্ত্রাসী ও গুরুতর অপরাধীদের গ্রেফতার, জঙ্গি ও চরমপন্থিদের মূলোৎপাটন, অবৈধ অস্ত্র ও বিস্ফোরক উদ্ধার, দুর্নীতিবিরোধী অভিযানসহ সামাজিক ও নৈতিক অবক্ষয় প্রতিরোধে গৃহীত নানা পদক্ষেপের মাধ্যমে র‍্যাব ইতোমধ্যে অভাবনীয় সাফল্য ও সুনাম অর্জন করেছে। আমি আশা করি, র‍্যাব দেশের সংবিধান এবং প্রচলিত আইন ও বিধি মোতাবেক মৌলিক অধিকার ও গণতন্ত্রকে সমুন্নত রেখে সততা, নিষ্ঠা, কর্মদক্ষতা ও পেশাদারিত্বের সাথে দেশের আইন-শৃঙ্খলা রক্ষায় গুরুদায়িত্ব পালন করবে।

আমি র‍্যাব এর উত্তরোত্তর সমৃদ্ধি ও সফলতা কামনা করছি।

জয় বাংলা।
খোদা হাফেজ, বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

মোঃ আবদুল হামিদ

আসাদুজ্জামান খান, এমপি
মন্ত্রী
স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

র‍্যাপিড অ্যাকশন ব্যাটালিয়ন (র‍্যাব)-এর ১৯তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উদ্‌যাপনের এ আনন্দঘন মুহূর্তে আমি র‍্যাব-এর সদস্যগণকে জানাই আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন। আমি শ্রদ্ধা জানাই র‍্যাব-এর সকল শহিদের প্রতি যাঁদের সাহসিকতা ও বীরোচিত আত্মদান এদেশের গণমানুষের আইনগত অধিকার প্রতিষ্ঠা ও নিরাপত্তা বিধানে রচিত করেছে মহিমান্বিত সাফল্যগাথা।

লাখো শহিদের রক্তে অর্জিত আমাদের পবিত্র স্বাধীন ও সার্বভৌম বাংলাদেশে আইনের শাসন তথা সুশাসন প্রতিষ্ঠায় র‍্যাব-এর সদস্যগণ দেশাত্মবোধের মহিমা হৃদয়ে ধারণ করে দায়িত্বশীলতা, একনিষ্ঠতা ও পেশাগত উৎকর্ষের সমন্বয়ে দেশের অভ্যন্তরীণ আইন-শৃঙ্খলা রক্ষা ও জননিরাপত্তা বিধানে অগ্রণী ভূমিকা পালন করছে। ধর্মীয় মৌলবাদ, জঙ্গিবাদের মূলোৎপাটন, মাদক, বিস্ফোরক ও আগ্নেয়াস্ত্র বাণিজ্য নির্মূলকরণ, নারী ও শিশুর প্রতি সহিংসতা নিরসন, ভেজালবিরোধী অভিযান, সব শেষে করোনা মহামারিতে সম্মুখযোদ্ধা হিসেবে র‍্যাব স্থাপন করেছে অনুকরণীয় দৃষ্টান্ত।

প্রায় চার দশকের বেশি সময় ধরে পৃথিবীর বৃহত্তম ম্যানগ্রোভ অরণ্য সুন্দরবন ও এর পার্শ্ববর্তী লোকালয়গুলোতে বিরাজমান জলদস্যুতা নির্মূলে আত্মসমর্পণকারী জলদস্যুদের অপরাধ সংশোধনের পথ প্রদর্শন ও পথচ্যুতদের স্থায়ী জনসমাজে পুনর্বাসনের মাধ্যমে র‍্যাব বাংলাদেশের উপকূলীয় জনগোষ্ঠীর জীবনকে নিরাপদ ও গ্লানিমুক্ত করার পাশাপাশি বাংলাদেশের দক্ষিণাঞ্চলের প্রাকৃতিক পরিবেশ ও সম্পদের সংরক্ষণে দেখিয়েছে কৃতিত্ব। এ অর্জন ইতোমধ্যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীসহ সর্বমহলে প্রশংসিত হয়েছে। এ দুরূহ কার্যসম্পাদনের মাধ্যমে র‍্যাব জনসাধারণের গভীর আস্থা ও ভালোবাসা অর্জন করেছে।

বাঙালি জাতির স্বপ্নদ্রষ্টা, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্বপ্নের সোনার বাংলা বিনির্মাণে অঙ্গীকারবদ্ধ, 'বাংলাদেশ আমার অহংকার'– এ গভীর দেশপ্রেমে উদ্দীপ্ত র‍্যাব-এর সকল সদস্য সততা, নিষ্ঠা এবং মানবাধিকারের প্রতি শ্রদ্ধাশীল থেকে বাংলাদেশের আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির টেকসই উন্নয়নে যথাযথ অবদান রাখবে, এটাই সর্বমহলের প্রত্যাশা।

আমি র‍্যাব-এর সার্বিক সাফল্য কামনা করি এবং ১৯তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উদ্‌যাপনে সংশ্লিষ্টদের আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু।
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

আসাদুজ্জামান খান, এমপি

ইন্সপেক্টর জেনারেল অব পুলিশ
বাংলাদেশ

বাণী

বাংলাদেশ পুলিশের বিশেষায়িত ইউনিট র‍্যাপিড অ্যাকশন ব্যাটালিয়নের ১৯তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উদ্‌যাপনের এ শুভক্ষণে সকল সদস্যকে জানাই আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন।

প্রতিষ্ঠাবার্ষিকীর এ আনন্দঘন মুহূর্তে আমি গভীর শ্রদ্ধায় স্মরণ করছি সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি মহান স্বাধীনতার রূপকার জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে। আরও স্মরণ করছি মহান মুক্তিযুদ্ধের প্রথম প্রতিরোধযোদ্ধা বাংলাদেশ পুলিশের বীর সদস্যদের। স্বাধীনতা অর্জনে পূর্বসূরিদের বীরত্বগাথা, আত্মত্যাগ ও সাহসিকতা বাংলাদেশ পুলিশ বাহিনীকে করেছে গৌরবান্বিত ও মহিমান্বিত। শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করছি বিগত দিনগুলিতে আইন-শৃঙ্খলা রক্ষায় কর্তব্য পালন করতে গিয়ে আত্মোৎসর্গকারী র‍্যাব-এর দেশপ্রেমিক নির্ভীক সদস্যদের। আমি তাঁদের পরিবারের সদস্যদের আন্তরিক সমবেদনা জানাই।

প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকেই এলিট ফোর্স র‍্যাব দেশের অভ্যন্তরীণ আইন-শৃঙ্খলা রক্ষায় গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করে আসছে। জঙ্গি, চরমপন্থি, সন্ত্রাস দমন, জলদস্যু, বনদস্যু ও পেশাদার অপরাধী গ্রেফতার, অবৈধ অস্ত্র ও গোলাবারুদ উদ্ধার, মাদকদ্রব্য উদ্ধার, মানবপাচাররোধ ও সাম্প্রতিক করোনা মহামারির সময়ে সম্মুখযোদ্ধা হিসেবে দায়িত্ব পালন এবং বিভিন্ন জনকল্যাণমূলক কাজে অংশগ্রহণের মাধ্যমে র‍্যাব সর্বমহলে ব্যাপকভাবে প্রশংসিত হয়েছে।

বর্তমান বিশ্বের ক্রান্তিলগ্নে দেশের অভ্যন্তরীণ নানা সংকটকালে আইন-শৃঙ্খলা বাহিনীর নিকট জনসাধারণের চাহিদা ও আকাঙ্ক্ষা প্রতিনিয়ত বেড়ে চলছে। বিদ্যমান সমাজ ব্যবস্থায় অপরাধের ধরণ ও কৌশল প্রতিনিয়ত বদলে যাচ্ছে। বিশ্বায়নের এ যুগে শান্তিপূর্ণ, জনবান্ধব ও নিরাপদ সমাজ বিনির্মাণে র‍্যাবকে প্রযুক্তিগত সক্ষমতা বৃদ্ধি করে আধুনিক ও যুগোপযোগী হতে হবে। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্বপ্নের সোনার বাংলা গড়ার প্রত্যয় নিয়ে অপরাধ দমন, আইন-শৃঙ্খলা রক্ষা তথা দেশ সেবায় র‍্যাব অতীতের ন্যায় ভবিষ্যতেও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে বলে আমার দৃঢ় বিশ্বাস।

র‍্যাবের ১৯তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকীর সকল আয়োজন সার্বিকভাবে সুন্দর, সফল ও সার্থক হোক।

জয় বাংলা।
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

চৌধুরী আবদুল্লাহ আল-মামুন, বিপিএম (বার), পিপিএম

ফিরে দেখা-২০২২ : র‍্যাব ফোর্সেসের সাফল্য

কর্নেল মোঃ কামরুল হাসান, পিপিএম, এএফডব্লিউসি, পিএসসি
অতিরিক্ত মহাপরিচালক (অপারেশনস্), র‍্যাব ফোর্সেস

যুগের পালাবদলে, মানুষের আর্থসামাজিক উন্নয়নের পাশাপাশি সমাজের অপরাধ-চিত্রেও এসেছে পরিবর্তন। আধুনিকতা ও বিজ্ঞানের উন্নতির সাথে তাল মিলিয়ে অপরাধীরাও অত্যাধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহার করে সমাজে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টির অপপ্রয়াস চালিয়ে যাচ্ছে। এরই বাস্তবতায় এলিট ফোর্স র‍্যাব দ্রুততম সময়ের মধ্যে অপরাধ দমনে নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে, যার ফলে বর্তমানে দেশে আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির ব্যাপক উন্নতি সাধিত হয়েছে। বিভিন্ন সীমাবদ্ধতার মাঝেও র‍্যাব ফোর্সেস-এর প্রতিটি সদস্যের আন্তরিক প্রচেষ্টা, কঠোর পরিশ্রম, দায়িত্ববোধ, পেশাদারি মনোভাব এবং দেশপ্রেমের ফলে এটি সম্ভব হয়েছে। অপরাধ দমনে র‍্যাব-এর ঈর্ষণীয় এই সাফল্যের অংশীদার সকল র‍্যাব সদস্যের পাশাপাশি দেশের সাধারণ জনগণও। দেশের আইন-শৃঙ্খলা রক্ষায় র‍্যাব ফোর্সেস-এর গত এক বছরের সাফল্যের কিছু চিত্র নিম্নে তুলে ধরা হলো:

জঙ্গিবাদ নিয়ন্ত্রণে র‍্যাব : বাংলাদেশ জঙ্গিবাদ দমনে বর্তমানে সারা বিশ্বে রোল মডেল। বাংলাদেশের জঙ্গিবাদের বীজ বপন হয়েছিল দেশের উত্তর-পশ্চিমাঞ্চল হতে। ধীরে ধীরে তারা দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে নেটওয়ার্ক তৈরি করে। সারা দেশব্যাপী সিরিজ বোমা হামলা, বিচারিক আদালতে বোমা হামলা, জনসমাগমপূর্ণ সিনেমা হলসহ বিভিন্ন স্থানে হামলা ও নাশকতার মাধ্যমে জঙ্গিরা দেশে ভীতি ও ত্রাসের রাজত্ব সৃষ্টির অপচেষ্টা চালিয়েছিল। শায়েখ আব্দুর রহমান, সিদ্দিকুর রহমান ওরফে বাংলা ভাই ও শীর্ষস্থানীয় বিভিন্ন জঙ্গি নেতাসহ বিপুল সংখ্যক জঙ্গি সদস্যদের গ্রেফতারের মাধ্যমে র‍্যাব জঙ্গিদের নেটওয়ার্ক ভেঙে দেয়। ২০১৬ সালে গুলশান হলি আর্টিজানে নারকীয় হামলার মাধ্যমে জঙ্গিদের একটি অংশ পুনরায় তাদের অস্তিত্বের জানান দেয়। র‍্যাব হলি আর্টিজান হামলার মূল পরিকল্পনাকারীসহ জড়িত বেশ কয়েকজন গুরুত্বপূর্ণ আসামিকে গ্রেফতার করে। সাম্প্রতিক সময়ে কুমিল্লা থেকে ৮ জন নিখোঁজ তরুণকে উদ্ধারে কাজ করতে গিয়ে র‍্যাব **'জামাতুল আনসার ফিল হিন্দাল শারক্বীয়া'** নামক একটি নতুন জঙ্গি সংগঠনের সক্রিয় থাকার তথ্য উদ্‌ঘাটন করে। পার্বত্য চট্টগ্রামের গহীন দুর্গম এলাকায় বিচ্ছিন্নতাবাদী সংগঠনের সহায়তায় এই জঙ্গি সংগঠনের সদস্যরা সশস্ত্র প্রশিক্ষণ গ্রহণ করছিল। ২০২২ সালের অক্টোবর থেকে অদ্যাবধি পার্বত্য এলাকাসহ দেশের বিভিন্ন স্থানে পরিচালিত অভিযানে নতুন এই জঙ্গি সংগঠনের বিভিন্ন পর্যায়ের নেতা ও সদস্য এবং পাহাড়ি বিচ্ছিন্নতাবাদী সংগঠন 'কেএনএফ'-এর নেতা ও সদস্যসহ জড়িত প্রায় শতাধিক ব্যক্তিকে গ্রেফতার করে আইনের আওতায় নিয়ে আসে র‍্যাব। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রজ্ঞা, দিকনির্দেশনা ও জিরো টলারেন্স নীতির আলোকে র‍্যাব সময়োপযোগী কর্মপরিকল্পনা হাতে নিয়ে জঙ্গিবাদের বিরুদ্ধে নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। এরই ধারাবাহিকতায় প্রতিষ্ঠালগ্ন হতে অদ্যাবধি র‍্যাব বিভিন্ন জঙ্গি সংগঠনের ২,৯২১ জনকে গ্রেফতার করেছে। জঙ্গিবাদ দমনে মাঠপর্যায়ে নজরদারির পাশাপাশি র‍্যাব ফোর্সেস সাইবার জগতেও জঙ্গিদের কার্যক্রম ও গতিবিধির ওপর সার্বক্ষণিক নজরদারি বজায় রেখেছে। র‍্যাব জঙ্গিবাদবিরোধী টিভিসি প্রচারসহ জঙ্গিবাদের কুফল সম্পর্কিত ব্যানার-পোস্টার স্থাপন, লিফলেট বিতরণ, কাউন্টার ন্যারেটিভ তৈরিসহ বিভিন্ন সামাজিক সচেতনতামূলক কার্যক্রম পরিচালনা করছে। এছাড়াও ভুল বুঝতে পারা জঙ্গিদের সমাজে পুনর্বাসনের জন্য ডি-রেডিক্যালাইজেশন ও রিহ্যাবিলিটেশন কর্মসূচি **'নবদিগন্তের পথে'**র মাধ্যমে অদ্যাবধি ৩০ জন জঙ্গিকে নতুন করে সমাজে স্বাভাবিকভাবে চলার সুযোগ করে দিয়েছে র‍্যাব। এভাবে, শুধু অভিযানিক প্রক্রিয়া নয়, এর পাশাপাশি মানবিক কার্যক্রমের মাধ্যমেও জঙ্গিবাদ দমনে কার্যকর ভূমিকা রেখে চলেছে র‍্যাব। র‍্যাবের অব্যাহত জঙ্গিবিরোধী সকল অভিযান, নজরদারি, সামাজিক সচেতনতামূলক কার্যক্রমের মাধ্যমে জঙ্গিদের অপতৎপরতা, বিস্তার ও অন্তর্ভুক্তি রোধ করে তাদের কার্যক্রমকে থামিয়ে দেয়া সম্ভব হয়েছে। যার ফলে বিশ্বব্যাপী বৃদ্ধি পেয়েছে বাংলাদেশের ভাবমূর্তি এবং জনমনে ফিরে এসেছে স্বস্তি ও নিরাপত্তাবোধ।

দস্যুমুক্ত সুন্দরবন ও 'অপারেশন সুন্দরবন' চলচ্চিত্র : ইউনেস্কো ঘোষিত বিশ্ব ঐতিহ্য এবং বিশ্বের সর্ববৃহৎ ম্যানগ্রোভ বনভূমি সুন্দরবন। আমাদের অহংকার ও গর্বের প্রতীক অপার সম্ভাবনাময় সুন্দরবন। কিন্তু একসময় এ অঞ্চলে বিভিন্ন জলদস্যু বাহিনী খুন, চাঁদাবাজি, অপহরণসহ নানা অপরাধমূলক কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে অরাজক পরিস্থিতি সৃষ্টি করে রেখেছিল। এরই প্রেক্ষিতে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নির্দেশে র‍্যাব মহাপরিচালককে প্রধান সমন্বয়কারী করে সুন্দরবনে জলদস্যু দমনে টাস্কফোর্স গঠনের মাধ্যমে শুরু হয় জলদস্যু মুক্তকরণ প্রক্রিয়া। র‍্যাব-এর উপর্যুপরি অভিযানের ফলে জলদস্যুরা অপরাধ জগত পরিত্যাগ করে স্বাভাবিক জীবনে ফিরে আসতে চাইলে তাদের স্বাভাবিক জীবনে ফিরে আনার সুযোগও সৃষ্টি করে দেয় র‍্যাব। র‍্যাব-এর এই সকল অভিযানের ধারাবাহিকতায় গত ১ নভেম্বর ২০১৮ খ্রি. তারিখে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী সুন্দরবন অঞ্চলকে বনদস্যু/জলদস্যুমুক্ত ঘোষণা করেন। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর পক্ষ হতে আত্মসমর্পণকারী প্রত্যেকে আর্থিক অনুদান পেয়েছেন। ২০২২ সালে সুন্দরবন বনদস্যু/জলদস্যু মুক্তকরণের ৪ বছর পূর্তি হয়। এই উপলক্ষ্যে **'দস্যুমুক্ত সুন্দরবন'** অর্জনে র‍্যাব-এর এই সাফল্যগাথার রোমাঞ্চকর উপাখ্যান জনসাধারণের সামনে তুলে ধরার জন্য **'অপারেশন সুন্দরবন'** চলচ্চিত্রটি নির্মাণ করা হয়েছে। গত ২০ সেপ্টেম্বর ২০২২ তারিখে বসুন্ধরা স্টার সিনেপ্লেক্সে চলচ্চিত্রটির প্রিমিয়ার শো অনুষ্ঠিত হয়। ছবিটির গল্পে আর ফ্রেমে ফ্রেমে উঠে এসেছে দুঃসাহসিক অভিযানের রোমাঞ্চকর নানা গল্প। ছবিটিতে সরকার ও র‍্যাব-এর সাফল্য তুলে ধরার চেষ্টা করা হয়েছে। চিত্রিত হয়েছে সাধারণ মানুষের প্রতি র‍্যাব-এর দায়িত্ববোধ। এই চলচ্চিত্র নির্মাণের ফলে সুন্দরবন কেন্দ্রিক বর্তমান বাস্তবতা বিশ্বের দরবারে সঠিকভাবে ফুটিয়ে তোলা সম্ভব হয়েছে এবং জলদস্যু দমনে বাংলাদেশের সাফল্য সকলের নিকট দৃশ্যমান হয়েছে।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রীকে হত্যাচেষ্টা মামলার দণ্ডপ্রাপ্ত আসামি গ্রেফতার : জাতির পিতার সুযোগ্য কন্যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী সকল বাধা-বিপত্তি ও নানা প্রতিকূলতার সাথে সংগ্রাম করে দেশের মানুষের জীবনমান উন্নয়নে একাগ্রচিত্তে কাজ করে যাচ্ছেন। কিন্তু দেশের উন্নয়নবিরোধী চক্র মাননীয় প্রধানমন্ত্রীকে লক্ষ্য করে বিভিন্ন সময়ে হামলা চালানোর মাধ্যমে দেশের অগ্রগতিকে থামিয়ে দেয়ার চেষ্টা করেছে। এমন কিছু হামলায় সাজাপ্রাপ্ত আসামিগণ গ্রেফতার না হওয়ায় দেশবাসী অস্বস্তিতে ছিল। র‍্যাব এক্ষেত্রে সাহসী ভূমিকা পালন করে। এরই ধারাবাহিকতায়, গত ২৫ মে ২০২২ খ্রি. তারিখে বহুল আলোচিত গোপালগঞ্জের কোটালীপাড়ায় বোমা পুঁতে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীকে হত্যাচেষ্টা ও রমনা বটমূলে বোমা হামলা মামলার মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্ত এবং একাধিক মামলায় যাবজ্জীবন দণ্ডপ্রাপ্ত আসামি জঙ্গি সংগঠন হরকাতুল জিহাদ বাংলাদেশ-এর প্রতিষ্ঠাতা আমির মুফতি আব্দুল হাইকে নারায়ণগঞ্জের ফতুল্লা থেকে গ্রেফতার করে র‍্যাব। গোপালগঞ্জের কোটালীপাড়ায় বোমা পুঁতে রেখে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীকে হত্যাচেষ্টা মামলার মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্ত আরেক পলাতক আসামি শেখ মোঃ এনামুল হককে ১৮ জুন ২০২২ খ্রি. তারিখে গ্রেফতার করে র‍্যাব। এছাড়াও বহুল আলোচিত পাবনার ঈশ্বরদী রেলস্টেশনে ১৯৯৪ সালে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে বহনকারী ট্রেনে হামলা ও গুলিবর্ষণের মাধ্যমে হত্যাচেষ্টা মামলায় মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্ত এবং অস্ত্র মামলাসহ একাধিক মামলায় সাজাপ্রাপ্ত ও ওয়ারেন্টভুক্ত পলাতক আসামি জাকারিয়া পিন্টুকে কক্সবাজারের টেকনাফ থেকে গ্রেফতার করে র‍্যাব।

চাঞ্চল্যকর হত্যাকাণ্ড ও আলোচিত মামলায় র‍্যাব-এর সাফল্য : বিভিন্ন সময়ে চাঞ্চল্যকর অপরাধে জড়িত দীর্ঘদিনের পলাতক দণ্ডপ্রাপ্ত অপরাধীদের আইনের আওতায় এনে র‍্যাব ইতোমধ্যে জনগণের সুনাম অর্জন করতে সক্ষম হয়েছে। র‍্যাব বরাবরের মতো গত বছরেও এক্ষেত্রে সাফল্য দেখিয়েছে। দীর্ঘ ২৪ বছর পূর্বের চাঞ্চল্যকর ও বহুল আলোচিত জনপ্রিয় চিত্রনায়ক সোহেল চৌধুরী হত্যা মামলার পলাতক ও চার্জশিটভুক্ত আসামি আশিষ রায় চৌধুরীকে বিপুল পরিমাণ মাদকদ্রব্যসহ রাজধানীর গুলশান থেকে ৫ এপ্রিল ২০২২ খ্রি. তারিখে গ্রেফতার করে র‍্যাব। বহুল আলোচিত গাইবান্ধার সুন্দরগঞ্জে এমপি মঞ্জুরুল ইসলাম লিটন হত্যাকাণ্ডের প্রধান সমন্বয়কারী ও ইন্টারপোল কর্তৃক রেড নোটিশ জারিকৃত মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্ত পলাতক আসামি চন্দন কুমার রায়কে সাতক্ষীরার ভোমরা এলাকা হতে গ্রেফতার করে র‍্যাব। এছাড়াও রাজধানীর শাহজাহানপুর এলাকায় বহুল আলোচিত এবং চাঞ্চল্যকর জাহিদুল ইসলাম টিপু এবং সামিয়া আফরান প্রীতি হত্যাকাণ্ডের অন্যতম মাস্টারমাইন্ড টিপুকে রাজধানী ঢাকা থেকে গ্রেফতার করে র‍্যাব। ২০০১ সালে রমনা বটমূলে বোমা হামলার মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্ত, ২০০৪ সালে ২১ আগস্ট গ্রেনেড হামলার যাবজ্জীবন সাজাপ্রাপ্ত এবং একাধিক মামলার পলাতক আসামি মুফতি শফিকুর রহমানকে কিশোরগঞ্জের ভৈরব থেকে গ্রেফতার করে র‍্যাব। বিগত ১৫ বছর যাবৎ বিদেশ হতে আগত প্রায় তিন শতাধিক প্রবাসীকে কৌশলে অজ্ঞান করে সর্বস্ব লুট করে নেয়া চক্রের মূলহোতা ও ১৫টির অধিক মামলার আসামি মোঃ আমির হোসেনকে তার ৩ সহযোগীসহ রাজধানীর বিমানবন্দর ও কদমতলী থানা থেকে গ্রেফতার করে র‍্যাব।

মানবতাবিরোধী অপরাধের আসামি গ্রেফতার : একাত্তরে মানবতাবিরোধী অপরাধের মামলায় সাজাপ্রাপ্ত আসামিদের গ্রেফতারে র‍্যাব সর্বদা সচেষ্ট ছিল। গত ১ জুন ২০২২ খ্রি. আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল কর্তৃক মৃত্যুদণ্ডাদেশপ্রাপ্ত পলাতক আসামি মোঃ নজরুল ইসলামকে ঢাকার মোহাম্মদপুর থেকে গ্রেফতার করে র‍্যাব। এছাড়াও যুদ্ধাপরাধের অভিযোগে আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল কর্তৃক মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্ত দীর্ঘদিন যাবৎ পলাতক আসামি কেএম আমিনুল হককে রাজধানীর কলাবাগান থেকে গ্রেফতার করে র‍্যাব। ২৭ সেপ্টেম্বর ২০২২ খ্রি. তারিখে আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল কর্তৃক মৃত্যুদণ্ডাদেশপ্রাপ্ত পলাতক আসামি খলিলুর রহমানকে সাভার এলাকা থেকে গ্রেফতার করে র‍্যাব। এ বছরের শুরুতে মৃত্যুদণ্ডাদেশপ্রাপ্ত পলাতক আরও দুই আসামি নকিব হোসেন আদিল সরকার ও মোখলেসুর রহমান মুকুলকে যথাক্রমে রাজধানীর দক্ষিণখান ও আশুলিয়া এলাকা থেকে গ্রেফতার করে র‍্যাব।

অবৈধ মাদক উদ্ধারে র‍্যাব : মাদকের বিরুদ্ধে সরকারের শক্ত অবস্থানকে আরও বেগবান করেছে র‍্যাব। মাদক বিস্তার রোধে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণের লক্ষ্যে নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে এই বাহিনী। গত ২৩ জুলাই ২০২২ খ্রি. তারিখে গার্মেন্টস পণ্যের আড়ালে অভিনব কায়দায় শুল্ক ফাঁকি দিয়ে প্রায় ৩৭ কোটি টাকা মূল্যের প্রায় ৩৭ হাজার বোতল বিদেশি মদ ও বিপুল পরিমাণ দেশি ও বিদেশি মুদ্রা উদ্ধারসহ ২ জনকে নারায়ণগঞ্জের সোনারগাঁও থেকে গ্রেফতার করে র‍্যাব। পরবর্তীতে উক্ত সিন্ডিকেটের অন্যতম হোতা আব্দুল আহাদকে রাজধানীর বিমানবন্দর এলাকা থেকে গ্রেফতার করে র‍্যাব। ইদানিং পরিলক্ষিত হচ্ছে মাদক চোরাকারবারি এবং মাদকসেবীরা প্রতিনিয়ত নতুন নতুন পন্থা অবলম্বন করছে। এছাড়াও সাম্প্রতিক সময়ে বাংলাদেশে প্রচলিত নয় কিন্তু বিভিন্ন উন্নত দেশে প্রচলিত এমন কিছু মাদকের ব্যবহার বাংলাদেশে পরিলক্ষিত হচ্ছে। বিভিন্ন অপ্রচলিত ও নতুন মাদক বিক্রয় এবং তাপ নিয়ন্ত্রিত পদ্ধতিতে কুশ নামক মাদক তৈরির অন্যতম মূলহোতা ওবাইদুল সাঈদকে রাজধানীর গুলশান থেকে গত ১ আগস্ট ২০২২ খ্রি. তারিখে গ্রেফতার করে র‍্যাব; বাংলাদেশে সর্বপ্রথম অপ্রচলিত মাদক এক্সট্যাসি, কুশ, হেম্প এবং মলি, এডারল, কেটামিনসহ অন্যান্য মাদকও উদ্ধার করা হয় তার কাছ থেকে। ২০২২ সালে সারা দেশে র‍্যাব-এর মাদকবিরোধী অভিযানে সর্বমোট ১১৩০৭ জনকে গ্রেফতার করা হয়। এসব অভিযানে ১৭.৮১২ কেজি আইস, ১৭৫ গ্রাম কোকেন, ২৭.২৫৮ কেজি আফিম, ১১২.৩৭৮ কেজি হেরোইন, ১,৩৪,৮৫,৫৪৫ পিস ইয়াবা এবং ১,৯০,৬১৪ বোতল ফেনসিডিল উদ্ধার করা হয়।

অবৈধ অস্ত্র, গোলাবারুদ ও বিস্ফোরক উদ্ধারে র‍্যাব-এর সাফল্য : ভৌগোলিক অবস্থানের কারণে বাংলাদেশের অভ্যন্তরে বিভিন্নভাবে অস্ত্রের অনুপ্রবেশ ঘটে। আইন-শৃঙ্খলা বাহিনীর অন্যতম লক্ষ্য থাকে এসব অবৈধ অস্ত্র উদ্ধারের মাধ্যমে শান্তি, শৃঙ্খলা আনয়ন করা। প্রতিষ্ঠার পর থেকেই এসব অবৈধ অস্ত্র উদ্ধারের মাধ্যমে এর ব্যবহার ও অনুপ্রবেশ রোধ করতে কাজ করে যাচ্ছে র‍্যাব ফোর্সেস। র‍্যাব কর্তৃক পরিচালিত সকল অভিযানের মাধ্যমে দেশে উল্লেখযোগ্য হারে অবৈধ অস্ত্রের ব্যবহার হ্রাস পেয়েছে। গত এক বছরে র‍্যাব ফোর্সেস সারা দেশে ১,৩৯৪টি অবৈধ অস্ত্র, ৭০টি ম্যাগাজিন ও ৫,৯২১ রাউন্ড গুলি উদ্ধার করেছে।

মোবাইল কোর্ট পরিচালনা : জনস্বার্থে আইন-শৃঙ্খলা রক্ষা ও অপরাধ প্রতিরোধ কার্যক্রমকে কার্যকর ও অধিকতর দক্ষতার সাথে সম্পাদন করার জন্য র‍্যাব ফোর্সেস-এ কর্মরত এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেটগণ সারা বছরব্যাপী নিয়মিত দেশজুড়ে মোবাইল কোর্ট পরিচালনা করে আসছেন যা সর্বমহলে প্রশংসিত হয়েছে। এ সময় দেশজুড়ে খাবার হোটেল/রেস্টুরেন্ট/কারখানা এবং ক্লিনিক/ডায়াগনস্টিক সেন্টারে অভিযান চালায় র‍্যাব। এছাড়া মেয়াদোত্তীর্ণ ও ভেজাল ওষুধ, শিশুখাদ্য, ভুয়া ডাক্তার এবং পাসপোর্ট অফিসের দালাল চক্রের বিরুদ্ধে বছরজুড়েই সক্রিয় ছিল র‍্যাবের মোবাইল কোর্ট। এর মাধ্যমে গত এক বছরে ২৯৪টি অভিযানে ১৪৬৭টি মামলা দায়ের করা হয় এবং ১০,৪৯,১৪,২৩০ (দশ কোটি উনপঞ্চাশ লাখ চৌদ্দ হাজার দুইশ ত্রিশ) টাকা অর্থদণ্ড আদায় করা হয়। এছাড়াও ১৯০ জনকে বিভিন্ন মেয়াদে কারাদণ্ড প্রদান করা হয়েছে। অপরাধ আমলে নিয়ে তাৎক্ষণিকভাবে পরিচালিত এই কোর্ট কার্যক্রমের ফলে জনমনে স্বস্তি এসেছে যা সামনের বছরগুলোতেও অব্যাহত থাকবে।

সামাজিক নিরাপত্তা নিশ্চিতে র‍্যাব : দেশের সার্বিক আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি উন্নয়নে র‍্যাব নিষ্ঠার সাথে কাজ করে যাচ্ছে। এই লক্ষ্যে র‍্যাব নিয়মিত অভিযানের পাশাপাশি খুন, ধর্ষণ, চাঁদাবাজি, ডাকাতি ও ছিনতাই চক্রের সাথে জড়িত বিভিন্ন সংঘবদ্ধ ও সক্রিয় সন্ত্রাসী বাহিনীর সদস্যদের গ্রেফতার করেছে। গত এক বছরে ছিনতাই এবং ডাকাতি কাজে জড়িত ৩,২৭৭ জন অপরাধীকে গ্রেফতার করে র‍্যাব। এছাড়া বিগত এক বছরে নারী ও শিশু নির্যাতন অপরাধে ১৬৫ জন এবং ধর্ষণ মামলার আসামি ১০৫৬ জনকে গ্রেফতার করা হয়। এছাড়াও র‍্যাব-এর নিয়মিত অভিযানে প্রায় ৮০০-এর অধিক চোরাকারবারি ও ৫০-এর অধিক জাল নোট প্রস্তুতকারী গ্রেফতার হয়েছে।

গার্মেন্টস পণ্য চুরির সংঘবদ্ধ চক্র গ্রেফতার : বাংলাদেশের অর্থনীতির অন্যতম চালিকাশক্তি তৈরি পোশাক শিল্প দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে চলেছে। দেশের মোট রপ্তানি আয়ের ৮২ শতাংশই আসে তৈরি পোশাক রপ্তানি খাত থেকে। বিগত কয়েক বছর ধরেই কয়েকটি চক্র বেপরোয়াভাবে গার্মেন্টস পণ্য চুরি করে তা চোরাইপথে বিক্রি করছে। এই চক্রগুলোকে ধরতে র‍্যাব গোয়েন্দা নজরদারি বাড়ায়। গত ৭ সেপ্টেম্বর ২০২২ খ্রি. তারিখ রাতে র‍্যাব-এর একটি অভিযানিক দল গোপন সংবাদের ভিত্তিতে কুমিল্লা জেলার সদর দক্ষিণ থানাধীন বেলতলী এলাকায় অভিযান পরিচালনা করে আনুমানিক ৪ কোটি টাকা মূল্যের প্রায় ৪৫৭ কার্টুন ভর্তি চোরাইকৃত গার্মেন্টস সামগ্রী ও একটি কাভার্ড ভ্যানসহ সংঘবদ্ধ আন্তঃজেলা চোরচক্রের ৪ সদস্যকে গ্রেফতার করে। পরবর্তীতে র‍্যাব গোয়েন্দা নজরদারি বাড়ানোর মাধ্যমে এই চক্রের গডফাদার শাহেদসহ ৪ সদস্যকে মৌলভীবাজার, গোপালগঞ্জ ও ঢাকার আশপাশের এলাকা থেকে গ্রেফতার করে। এছাড়া নারায়ণগঞ্জ জেলার বন্দর থানাধীন এলাকা হতে প্রায় ৫ কোটি টাকা মূল্যের গার্মেন্টস পণ্যসহ সংঘবদ্ধ আন্তঃজেলা চোরচক্রের মূলহোতাসহ ৭ সদস্যকে গ্রেফতার করে র‍্যাব।

র‍্যাব অ্যাওয়ার্ড : বর্তমান সময়ে জঙ্গিবাদ, সন্ত্রাস, ধর্ষণ, নৈরাজ্য সৃষ্টিকারী বিভিন্ন মামলার আসামি, অপহরণকারী, মানবপাচারকারী, ছিনতাইকারী, কিশোর গ্যাং, মাদকদ্রব্যের অপব্যবহারসহ বিভিন্ন অপরাধীদের গ্রেফতার করে আইনের আওতায় নিয়ে আসার জন্য র‍্যাব সদা সচেষ্ট। এক্ষেত্রে র‍্যাব সদস্যদের মনোবল বৃদ্ধি, অভিযানিক কর্মকাণ্ডকে আরও বেগবান করা এবং অপরাধ দমনে আরও কার্যকর ভূমিকা রাখার লক্ষ্যে ২০২২ সালে প্রথমবারের মতো র‍্যাব অ্যাওয়ার্ড প্রবর্তন করা হয়। ব্যাটালিয়ন ভিত্তিক, ব্যক্তি পর্যায়ে এবং দলগত পর্যায়ে র‍্যাব অ্যাওয়ার্ড প্রদান করা হয়। অপরাধ দমনে আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর পাশাপাশি সাংবাদিক সমাজের ভূমিকাও অতীব গুরুত্বপূর্ণ। র‍্যাব ফোর্সেস-এর বিভিন্ন অভিযানিক সাফল্যের তথ্য সাংবাদিকদের মাধ্যমে বিভিন্ন গণমাধ্যমে প্রকাশিত হলে দেশের আপামর জনসাধারণের মাঝে র‍্যাব-এর প্রতি তাদের আস্থার স্থানটি আরও সুদৃঢ় হয়। এই আলোকে জুরিবোর্ড গঠনের মাধ্যমে র‍্যাব-এর পক্ষ হতে সাংবাদিকদের পুরস্কৃত করা হয় এই অনুষ্ঠানের মাধ্যমে।

র‍্যাব-এর মানবিক উদ্যোগ : দেশের যেকোনো আপদকালীন মুহূর্তে র‍্যাব ফোর্সেস সর্বদা মানুষের পাশে থেকে মানবিক সহায়তা প্রদান করে থাকে। ২০২২ সালের জুন-জুলাই মাসে সিলেট বিভাগের সিলেট এবং সুনামগঞ্জ জেলার মানুষ যখন স্মরণকালের ভয়াবহ বন্যা পরিস্থিতিতে বিপর্যস্ত, তখন র‍্যাব ফোর্সেস সময়োপযোগী বিভিন্ন পদক্ষেপ যেমন: ভাসমান হাসপাতালের মাধ্যমে দুর্গতদের সেবা প্রদান, বন্যাদুর্গত এলাকায় ত্রাণ পৌঁছানো, বিশুদ্ধ পানির ব্যবস্থাকরণের মাধ্যমে বন্যাদুর্গতদের পাশে দাঁড়িয়েছে। এছাড়া সময়ে সময়ে অসহায় ও দুস্থ মানুষের মধ্যে ত্রাণ বিতরণ, শীতবস্ত্র বিতরণ এবং প্রয়োজনীয় মেডিক্যাল সহায়তা প্রদানে র‍্যাব ফোর্সেস-এর আন্তরিকতা মানুষের আস্থা বৃদ্ধি করেছে। এছাড়াও সমাজের অপরাধপ্রবণতা হ্রাসে **'নবজাগরণ'** কর্মসূচির মাধ্যমে অপরাধে জড়িত হতে পারে এমন ঝুঁকিপূর্ণ বা পিছিয়ে পড়া মানুষদের স্বাভাবিক পেশায় উৎসাহিত করার ব্যতিক্রমধর্মী প্রশিক্ষণ কর্মশালা পরিচালনা করা হয়েছে। জনসেবামূলক বিভিন্ন কার্যক্রমে র‍্যাব-এর সাফল্য সকল মহলে প্রশংসিত হয়েছে, যার কারণে বাহিনীর ভাবমূর্তি উজ্জ্বল হয়েছে। ভবিষ্যতেও এ ধারা অব্যাহত থাকবে বলে আশা করছি।

উপসংহার : প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকে এলিট ফোর্স র‍্যাব জঙ্গি দমন, অবৈধ অস্ত্র ও মাদকদ্রব্য উদ্ধার, চরমপন্থিদের গ্রেফতার ও নির্মূলসহ সমাজবিরোধী কর্মকাণ্ড প্রতিরোধে সর্বস্তরের জনসাধারণের আস্থা অর্জনে সক্ষম হয়েছে। এসকল দায়িত্বের পাশাপাশি জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ অনুষ্ঠান, কর্মসূচি ও উৎসবে র‍্যাব ফোর্সেস তার ওপর অর্পিত দায়িত্ব সফলতার সাথে পালন করে যাচ্ছে। র‍্যাব সদস্যগণ **'বাংলাদেশ আমার অহংকার'** মূলমন্ত্রে উজ্জীবিত হয়ে সর্বোচ্চ পেশাদারিত্বের মাধ্যমে দেশের অভ্যন্তরে আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির উন্নয়নে দৃষ্টান্তমূলক অবদান রাখছে। এক্ষেত্রে র‍্যাব সর্বদা আপামর জনসাধারণের ভালোবাসা পেয়েছে। অতীতের মতো আগামীতেও র‍্যাব সদস্যগণ তাদের ঈর্ষণীয় কর্মস্পৃহা বজায় রেখে দেশের আইন-শৃঙ্খলা এবং আর্থ-সামাজিক পরিস্থিতি উন্নয়নে উল্লেখযোগ্য অবদান রাখতে বদ্ধ পরিকর।

প্রধানমন্ত্রী
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

র‍্যাপিড এ্যাকশন ব্যাটালিয়ন (র‍্যাব)-এর ১৯তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষ্যে আমি এ বাহিনীর সকল সদস্যকে আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানাই।

আওয়ামী লীগ সরকার গত ১৪ বছরে র‍্যাবের উন্নয়নে ব্যাপক কার্যক্রম বাস্তবায়ন করেছে। র‍্যাব ফোর্সেসের বিভিন্ন হেডকোয়ার্টার কমপ্লেক্স নির্মাণ, ট্রেনিং স্কুলের সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য অবকাঠামো নির্মাণ, নতুন নতুন ব্যাটালিয়ন স্থাপনসহ হেরিটেজ মিউজিয়াম প্রতিষ্ঠা করেছে। আমরা ২০১২ সালে র‍্যাবের এয়ার উইং এর ইনভেন্টরিতে দুটি বেল-৪০৭ হেলিকপ্টার যুক্ত করে এই উইংকে সক্রিয় করেছি। ফলে এ বাহিনী প্রকৃত অর্থেই একটি ত্রিমাত্রিক বাহিনীতে রূপান্তরিত হয়েছে। জঙ্গি দমনের পাশাপাশি এই হেলিকপ্টার দুটি মুমূর্ষু রোগী পরিবহণ, গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিবর্গের গমনাগমন এবং নিরাপত্তা টহলে নিয়মিত ব্যবহৃত হয়। ২০১১ সালে র‍্যাব ফোর্সেস সদর দপ্তরের অত্যাধুনিক যন্ত্রপাতি সমন্বয়ে ইনভেস্টিগেশন এন্ড ফরেনসিক উইং-এর অধীন একটি ফরেনসিক সায়েন্স ল্যাব প্রতিষ্ঠা করেছি। সেই থেকে ফরেনসিক সায়েন্স ল্যাবের বিশেষজ্ঞ মতামত আদালতে সাক্ষ্য হিসেবে গণ্য হচ্ছে। আমাদের সরকারের আমলে আমরা র‍্যাবকে একটি শক্তিশালী প্রাতিষ্ঠানিক ভিত্তির উপর দাঁড় করিয়েছি। বর্তমানে এ বাহিনীর প্রাতিষ্ঠানিক দক্ষতা বৃদ্ধি, স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা জোরদারকরণ, সুশাসন সংহতকরণ এবং সম্পদের যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিত করতে কাজ করছি।

আমাদের সরকারের গৃহীত নানা পদক্ষেপের কারণে র‍্যাব বাংলাদেশের আপামর জনসাধারণের আস্থা ও নির্ভরতার প্রতীকে পরিণত হয়েছে। এ বাহিনীর সদস্যগণ অত্যন্ত পেশাদারিত্ব, দেশপ্রেম ও নিষ্ঠার সঙ্গে দেশের আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির ক্রমাগত উন্নয়ন এবং টেকসই জননিরাপত্তা নিশ্চিত করছেন। আমরা মাদক, দুর্নীতি, জঙ্গিবাদ ও সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে 'শূন্য সহনশীলতা' নীতি গ্রহণ করেছি। এই নীতি বাস্তবায়নে আমাদের দেশের অন্যান্য আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সঙ্গে র‍্যাব সর্বোচ্চ সহযোগী'র ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছে। বিশেষ করে জঙ্গিবাদ, বনদস্যু/জলদস্যু নির্মূলে আমাদের র‍্যাবসহ অন্যান্য আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে। দুর্নীতিবাজ ও মজুদদারদের চিহ্নিত করে আইনের আওতায় এনে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি বিধান করছে। সুন্দরবন এবং তৎসংলগ্ন জনপদসমূহকে দস্যুমুক্ত করে স্থানীয় মানুষ এবং বিরল জীববৈচিত্র্যের নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করেছে। চরমপন্থিদের আত্মসমর্পণে বাধ্য করেছে। আমাদের সরকার আত্মসমর্পণকারী চরমপন্থি/দস্যুদের স্বাভাবিক জীবনধারায় প্রত্যাবর্তনের জন্য নানা উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। তাছাড়া, র‍্যাব ধর্মীয় মৌলবাদের মূলোৎপাটন, অবৈধ মাদকের ব্যবহার ও বাণিজ্য নির্মূলকরণ, নারী ও শিশুদের প্রতি সহিংসতা দমন, জনস্বাস্থ্য সুরক্ষায় ভেজাল খাদ্যদ্রব্য এবং মানহীন, নকল ও অবৈধ ঔষধের অপবাণিজ্য প্রতিরোধকরণ, প্রশ্নপত্র ফাঁস হওয়া রোধকরণসহ বিভিন্ন সমসাময়িক আর্থসামাজিক অপরাধের বিরুদ্ধে অবিরত অভিযান পরিচালনার মাধ্যমে কার্যকর ভূমিকা পালন করছে।

আমাদের আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর কর্মকাণ্ড জবাবদিহিতার ঊর্ধ্বে নয়। আওয়ামী লীগ সরকার র‍্যাব সদস্যসহ দেশের আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর যেকোনো সদস্য অপরাধ কর্মকাণ্ডে জড়ালে তাকেও সংশ্লিষ্ট সংস্থার বিধান ও প্রচলিত আইনে বিচারের আওতায় নিয়ে এসেছে। ফলে অভ্যন্তরীণ বাহিনী জবাবদিহিতা সম্পর্কেও সকলের মধ্যে সচেতনতা সৃষ্টি হয়েছে।

'বাংলাদেশ আমার অহংকার' প্রতিপাদ্যকে সামনে রেখে র‍্যাব এগিয়ে যাচ্ছে- এজন্য আমি গর্বিত। আমরা র‍্যাবকে একটি যুগোপযোগী ও আধুনিক বাহিনী হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। আমি বিশ্বাস করি র‍্যাবের প্রতিটি সদস্য দায়িত্ব পালনের ক্ষেত্রে জনগণের প্রতি সহানুভূতিশীল হবেন এবং এই সঙ্গে আইনের প্রতিও শ্রদ্ধাশীল হবেন। ইনশাআল্লাহ্, আমরা সকলের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের আজীবন লালিত স্বপ্ন- অসাম্প্রদায়িক, উন্নত-সমৃদ্ধ ও স্মার্ট বাংলাদেশ বিনির্মাণে সক্ষম হব।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

শেখ হাসিনা

সিনিয়র সচিব
জননিরাপত্তা বিভাগ
স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

র‍্যাপিড অ্যাকশন ব্যাটালিয়ন (র‍্যাব)-এর ১৯তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকীতে আমি এ বাহিনীর সকল পর্যায়ের সদস্যকে জানাই আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন। এ শুভক্ষণে আমি বিনম্র শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করছি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে এবং মহান মুক্তিযুদ্ধের বীর শহিদদের। একই সাথে গভীর শ্রদ্ধা জানাই সে সকল র‍্যাব সদস্যদের যাঁরা সরকারি দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে বিভিন্ন সময়ে শাহাদাত বরণ করেছেন।

র‍্যাব-এর প্রশিক্ষিত সদস্যগণ স্বদেশের অভ্যন্তরীণ আইন-শৃঙ্খলা রক্ষায় পেশাদারিত্ব, আন্তরিকতা ও দক্ষতার সাথে তাদের ওপর অর্পিত দায়িত্ব পালন করে আসছে। মানবপাচার প্রতিরোধ, নারী ও শিশুর প্রতি সহিংসতা নিরসনসহ দেশের আইন-শৃঙ্খলা ও জননিরাপত্তা বিঘ্নকারী বিভিন্ন অপরাধমূলক কার্যক্রম প্রতিরোধ, সম্প্রতি করোনা মহামারিতে সম্মুখযোদ্ধা হিসাবে দায়িত্ব পালনসহ জনকল্যাণমূলক কার্যক্রমে র‍্যাব-এর ভূমিকা দেশের সর্বস্তরে প্রশংসিত।

উপকূলীয় অঞ্চলের মানুষের জীবনকে নিরাপদ ও সুরক্ষিত রাখতে সুন্দরবনকে জলদস্যুমুক্তকরণসহ আত্মসমর্পণকারীদের পুনর্বাসনের উদ্যোগ নিয়ে র‍্যাব ইতোমধ্যে সর্বমহলে প্রশংসিত হয়েছে। দুর্নীতি, মাদক ও জঙ্গিবিরোধী সকল অপরাধ দমনে সরকার কর্তৃক প্রদত্ত দায়িত্ব র‍্যাব অত্যন্ত নিষ্ঠা ও দক্ষতার সাথে পালন করে যাচ্ছে।

সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্বপ্নের সোনার বাংলা বিনির্মাণে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে স্মার্ট বাংলাদেশের দৃঢ় প্রত্যয় র‍্যাব-এর সদস্যগণ সততা, শৃঙ্খলা ও দেশমাতৃকার প্রতি অপরিসীম আনুগত্য নিয়ে স্ব-স্ব ক্ষেত্রে অর্পিত দায়িত্ব নিষ্ঠার সাথে পালনের মাধ্যমে দেশের সার্বিক উন্নয়নের জয়যাত্রায় অসামান্য ভূমিকা রাখবে বলে আমি আশাবাদ ব্যক্ত করছি।

র‍্যাব-এর ১৯তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উদ্‌যাপনের সকল আয়োজন সুন্দর ও সার্থক হোক।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু।
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

মোঃ আমিনুল ইসলাম খান

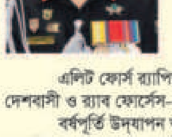

মহাপরিচালক
র‍্যাব

বাণী

এলিট ফোর্স র‍্যাপিড অ্যাকশন ব্যাটালিয়ন-এর ১৯তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উদ্‌যাপনের এ আনন্দঘন ক্ষণে প্রিয় দেশবাসী ও র‍্যাব ফোর্সেস-এর প্রত্যেক সদস্যকে জানাই প্রাণঢালা অভিনন্দন ও শুভেচ্ছা।

বর্ষপূর্তি উদ্‌যাপন আয়োজনের সর্বাগ্রে আমি গভীর শ্রদ্ধায় স্মরণ করছি বাংলার মুক্তিপ্রয়াসী মানুষের চিরন্তন স্বপ্নদ্রষ্টা, হাজার বছরের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, স্বাধীন বাংলাদেশের স্থপতি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানসহ ১৫ আগস্টের অভিশপ্ত অমানিশায় নৃশংসভাবে নিহত বঙ্গমাতা বেগম ফজিলাতুন্নেছা মুজিবসহ জাতির পিতার পরিবারের সকল সদস্য ও অন্যান্য বীর শহিদদের। আমি বিনম্র শ্রদ্ধায় স্মরণ করছি র‍্যাব ফোর্সেস-এর সকল অকুতোভয় শহিদ সদস্যদের, যাঁদের বীরোচিত তিরোধান বাংলাদেশের সার্বিক জননিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ, সন্ত্রাসবাদ ও জঙ্গিবাদ নির্মূলকরণ এবং সর্বোপরি আইন-শৃঙ্খলা সমুন্নত রাখার প্রয়াসে সূচিত করেছে এক অতুলনীয় উপাখ্যান। আমি তাঁদের শোকসন্তপ্ত পরিবারের সকলের প্রতি গভীর সমবেদনা, সহানুভূতি ও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি এবং বীর শহিদদের প্রত্যেকের বিদেহী আত্মার মাগফিরাত কামনা করছি।

প্রতিষ্ঠার শুরু হতে অদ্যাবধি র‍্যাব ফোর্সেস-এর গর্বিত সদস্যগণ দেশের অভ্যন্তরীণ আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির মানোন্নয়ন ও স্থিতিশীলতা রক্ষার্থে জঙ্গিবাদ, ধর্মীয় চরমপন্থা, সন্ত্রাসবাদের মূলোৎপাটন, চিহ্নিত ভয়ংকর অপরাধী এবং অরাজকতাকারীদের গ্রেফতারপূর্বক আইনের আওতায় আনয়ন, মাদক, আগ্নেয়াস্ত্র ও বিস্ফোরক দ্রব্যাদির উদ্ধারসহ মানবপাচাররোধ, নারী ও শিশুর প্রতি সহিংসতা নিরসন, মানহীন ও ভেজাল ভোগ্য পণ্যের উৎপাদন, বাজারজাতকরণ এবং বিপণনের মতো সমসাময়িক বিভিন্ন ঘৃণ্য অপরাধমূলক কর্মকাণ্ডের অবসান নিশ্চিতকল্পে অক্লান্ত পরিশ্রম করে যাচ্ছে। বিশেষ করে পার্শ্ববর্তী দেশের সীমান্ত দিয়ে আসা আগ্নেয়াস্ত্র এবং মরণনেশা ইয়াবা, ফেনসিডিল, গাঁজার ন্যায় মাদক নিয়ন্ত্রণে র‍্যাব অনন্য ভূমিকা পালন করে আসছে। দেশের আপামর জনসাধারণের শ্রমে ও কষ্টার্জিত অর্থে সৃষ্ট সরকারের বিভিন্ন সম্পদ ও উন্নয়ন তহবিল লুণ্ঠনকারী, দুর্নীতিবাজ ও প্রতারকদের গ্রেফতার এবং আইনের আওতায় আনয়নসহ করোনা মহামারি, বন্যাসহ বিভিন্ন দুর্যোগপূর্ণ মুহূর্তে র‍্যাব ফোর্সেস দেশমাতৃকার প্রতি তার পেশাগত দায়িত্ব পালন করে যাচ্ছে। এছাড়াও জীববৈচিত্র্য ও প্রাণপ্রাচুর্যে সমৃদ্ধ সুন্দরবন এলাকার অচলায়তন জলদস্যুতার অবসান সূচিত করার পাশাপাশি আত্মসমর্পণকারী দস্যুবাহিনীর সদস্যদের স্বাভাবিক জীবন ধারায় প্রত্যাবর্তনের ক্ষেত্র তৈরির গুরুদায়িত্ব যথাযথ আন্তরিকতা ও পরম মমত্ববোধের সাথে পালন করেছে র‍্যাব ফোর্সেস।

বাঙালির মুক্তির দিশারি কীর্তিমানের মহাজীবনের প্রতি বিনম্র শ্রদ্ধার্ঘ্যস্বরূপ বাংলার গণমানুষের নিরাপত্তা ও মানবাধিকার সুরক্ষায় দেশপ্রেম, পেশাগত দক্ষতা ও শৃঙ্খলার প্রয়োগ দ্বারা অনাগত দিনগুলোতে র‍্যাব ফোর্সেস-এর কার্যপরিধি, সক্ষমতা ও কর্মদক্ষতা আরও বিস্তৃত ও বেগবান হবে– আমি এ প্রত্যয় ব্যক্ত করছি।

র‍্যাব ফোর্সেস-এর জয়যাত্রা সুগম করে এর উত্তরোত্তর শ্রীবর্ধনে সর্বাত্মক সহায়তা প্রদানে সংশ্লিষ্ট সকল মহলের প্রতি রইল আমার বিনীত কৃতজ্ঞতা। বঙ্গবন্ধুর আদর্শ ও প্রেরণায় স্নাত হয়ে তাঁরই সুযোগ্য কন্যার নেতৃত্বে স্মার্ট বাংলাদেশ গড়ার প্রত্যয়ে উদ্ভাসিত হোক বাংলা ও বাঙালির প্রতিটি সত্তা ও মনন।

এম খুরশীদ হোসেন, বিপিএম (বার), পিপিএম

COURTESY BY
MAX GROUP
সাউথইস্ট ব্যাংক একটি দূরদর্শী ব্যাংক
ডাচ্-বাংলা ব্যাংক আপনার বিশ্বস্ত সহযোগী
SAIF POWERTEC
BRB